সোমবার ব্রত কথা

প্রাচীনকালে, এক নগরে এক মহাজন থাকতেন। তার অনেক অর্থ ছিল। কিন্তু মহাজন তার নিঃসন্তান হওয়ার কারণে দুঃখী ছিল। মহাজন প্রতি সোমবার উপবাস রেখে শিব-পার্বতীর পূজা করতেন। তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে মা পার্বতী মহাজনের ইচ্ছা পূরণের জন্য ভগবান শিবকে অনুরোধ করেন। ভগবান শিব বললেন, হে পার্বতী! মহাজনের ভাগ্যে এটাই লেখা আছে।

কিন্তু তবুও মহাজনের ভক্তি দেখে মা পার্বতী মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন- মহাজনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। মা পার্বতীর অনুরোধে, ভগবান শিব মহাজনকে একটি পুত্রের আশীর্বাদ করেন, কিন্তু সঙ্গে এও বলেন যে পুত্রের আয়ু মাত্র বারো বছর পর্যন্ত হবে। মহাজন মা পার্বতী ও ভগবান শিবের কথোপকথন শুনছিলেন। এ নিয়ে তিনি খুশিও হননি, দুঃখও পাননি। তিনি আগের মতোই ভগবান ভোলেনাথ ও মা পার্বতীর পূজা করতে থাকেন।

কিছু সময় পর মহাজনের ঘরে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। শিশুটির বয়স এগারো বছর হলে তাকে শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠানো হয়। মহাজন শিশুটির মামাকে ডেকে অনেক টাকা দিয়ে বলল, তুমি আমার পুত্রকে শিক্ষার জন্য কাশীতে নিয়ে যাও এবং পথে যজ্ঞ করতে করতে যাও। যেখানেই যজ্ঞ করবে, সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মণদের খাওয়াবে এবং দক্ষিণা দেবে। মামা ও ভাগ্নে দুজনেই যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের দান করে কাশীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রাতে এক নগরে এক রাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। কিন্তু যে রাজপুত্রকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছিল সে এক চোখে অন্ধ। রাজপুত্রের বাবা তার পুত্র অন্ধ হওয়ার বিষয়টি আড়াল করার জন্য একটি কৌশল ভাবেন। মহাজনের ছেলেকে দেখে তার মনে একটা চিন্তা আসে যে তাকে বর বানিয়ে রাজকন্যার সাথে বিয়ে দেবে, তারপর তাকে অনেক টাকা দিয়ে বিদায় করে দেবে।

তিনি যেমন ভাবলেন তেমনই কাজ করলেন, মহাজনের পুত্রকে বরের পোশাক পরিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। কিন্তু মহাজনের পুত্রর কাছে এই জিনিসটা উপযুক্ত মনে হলো না। তাই সুযোগ পেয়ে রাজকন্যার ওড়নাতে তিনি লেখেন, 'তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, কিন্তু যে রাজকুমারের সঙ্গে তোমাকে পাঠানো হবে সে এক চোখ দিয়ে অন্ধ। আমি তো কাশীতে পড়তে যাচ্ছি। রাজকুমারী ওড়নাতে লেখা শব্দগুলো পড়লে সে তার বাবা-মাকে তৎক্ষণাৎ বিষয়টি জানায়।

একথা শুনে রাজা তার কন্যাকে বিদায় দেননা , যার কারণে বরযাত্রী ফিরে আসে। অন্যদিকে মহাজনের পুত্র তার মামাকে নিয়ে কাশী পৌঁছে যজ্ঞ করলেন। আর এই দিনেই মহাজনের ছেলের বয়স 12 বছর হল। বালক তার মামাকে বলে, আমার শরীর ভালো লাগছে না। মামা তাকে ভিতরে গিয়ে ঘুমাতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবের আশীর্বাদে শিশুটির জীবন চলে যায়। মৃত ভাগ্নেকে দেখে মামা বিলাপ করতে শুরু করেন।

কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে ভগবান ভোলেনাথ ও মা পার্বতী সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। মা পার্বতী তার স্বামী মহাদেবকে বললেন - হে স্বামী, আমি তার কান্নার শব্দ সহ্য করতে পারি না। আপনি এই ব্যক্তির কষ্ট দূর করুন। ভগবান শিব মৃত বালকটির কাছে গেলে তিনি দেখলেন যে, এ সেই মহাজনের পুত্র, যাকে তিনি 12 বছর বয়স পর্যন্ত আয়ু বর দিয়েছিলেন। এখন তার আয়ু সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু মা পার্বতী মাতৃ অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে বললেন - হে মহাদেব, দয়া করে এই সন্তানকে আরও জীবন দান করুন, নইলে এই সন্তানের বিচ্ছেদে তার পিতামাতাও যন্ত্রণায় মারা যাবেন। মা পার্বতীর কাতর অনুরোধে ভগবান ভোলেনাথ সেই সন্তানকে জীবন দান দেন। ভগবান ভোলেনাথের কৃপায় বালক জীবিত হয়ে ওঠে।

লেখাপড়া শেষ করে মামা-ভাগ্নে চললো নগরের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে তারা সেই নগরেই পৌঁছে গেল যেখানে তার বিবাহ হয়েছিল। সেই নগরেও তারা যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে রাজকুমারীর পিতা এই নগরের রাজা বালক কে চিনতে পেরে তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। তার খুব যত্ন নেন এবং তার পুত্রীকে এই মহাজনের পুত্রের সাথে বিদায় দেন।

পুত্রের অপেক্ষায় মহাজন ও তার স্ত্রী ক্ষুধার্ত-পিপাসায় দিন গুনতে থাকে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেলেই তারা প্রাণ উৎসর্গ করবেন। কিন্তু পুত্র বেঁচে থাকার খবর পেয়ে তারা আনন্দে মেতে ওঠেন।

সেই রাতেই ভগবান ভোলেনাথ মহাজনকে স্বপ্নে দেখা দেন, বলেন যে- ওহ শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার পুত্রকে দীর্ঘায়ু দান করেছি কারণ তোমার সোমবার ব্রত পুজো ও ব্রত কথা শুনে প্রসন্ন হয়েছি। একইভাবে, যিনি সোমবার ব্রত করেন বা ব্রতকথা শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট নাশ হয় এবং তার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সোমবার ব্রত কথা সমাপ্ত